দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 02 DEC 1998
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি

দেশের মঙ্গলের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো যেন ছাত্রদেরকে তাদের কবলমুক্ত করে দেয় ছাত্র সংগঠনের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে। তা না হলে আমাদের ভবিষ্যত অন্ধকার। এ কথা বলেছেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। গত রবিবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি আরও অনেক কঠোর মন্তব্য করেছেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈকি উপদেষ্টা ডাঃ এসএ মালেক, শিক্ষামন্ত্রী এএইচএসকে সাদেক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জিনাতুননেসা তালুকদার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম আবদুল খালেক, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর সাইদুর রহমান খান এবং সমাবর্তন বক্তা প্রফেসর খান সারওয়ার মুর্শিদ। রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তব্যে দেশের শিক্ষার মান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, সর্বস্তরে শিক্ষার মান খুব নিচে নেমে গেছে। পাইকারিভাবে পরীক্ষায় নকলের জন্য আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট অন্য দেশে গৃহীত হয় না। নকল করার প্রধান কারণ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল পড়াশোনা হয় না। লেখাপড়ার পরিবেশ নেই। এর প্রধান কারণ ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অহরহ হচ্ছে এবং এ সমস্ত ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য বর্তমান ছাত্র রাজনীতি দায়ী। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, যদি লেখাপড়া না করে সন্ত্রাসী ছাত্র রাজনীতি করে বিত্তবান হওয়া যায়, এমনকি এমপি-মন্ত্রীও হওয়া যায় তাহলে কষ্ট করে লেখাপড়া করতে যাবে কে? জাতীয় পর্যায়ে বিষাক্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলুষিত হচ্ছে। ছাত্র সংগঠনগুলো রাজনৈতিক দলসমূহের অঙ্গ হিসাবে কাজ করছে বলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজ লেখাপড়া হচ্ছে না বলে রাষ্ট্রপতি মন্তব্য করেন। আবার একবার রাষ্ট্রপতি দেশের রাজনৈতিক নীতি নির্ধারকদের সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলেন। অবশ্য রাজনীতিবিদরা যদি সুস্থ মানসিকতা নিয়ে রাষ্ট্রপতির বক্তব্যকে মূল্যায়ন করেন তাহলেই কেবল তাঁদের বিবেক জাগ্রত হতে পারে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা সেরকম নয়, রাষ্ট্রপতিও এ ধরনের কথা এই প্রথম বললেন না, আগেও বলেছেন এবং রবিবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সেকথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। এবার তাঁর কণ্ঠে যেন ফুটে উঠেছিল আর্তি।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, রাষ্ট্রপতির বক্তব্য যেদিন সংবাদপত্রসমূহে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হল সেদিনই রাজধানীর ঢাকা কলেজে একটি ছাত্র সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত হয় এক ছাত্র। আহত হয় আরও পনের জন। নিহত ছাত্রটি কলেজ ছাত্র সংসদের সম্ভাব্য ভিপি প্রার্থী ছিল। মঙ্গলবার দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত সংবাদ মোতাবেক ক্ষমতাসীন দলের এই অঙ্গসংগঠনটিই ছাত্রসংসদে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে এবং একই সংগঠনের দুটি গ্রুপ আছে। অভিযোগ রয়েছে টেম্পোস্ট্যান্ড, ফুটপাথ নির্মাণ কাজের টেন্ডার নিয়ে চাঁদাবাজীতে লিপ্ত ছাত্র নেতৃবৃন্দ। এগুলো তাদের আয়ের বিরাট উৎস এ নিয়ে অতীতেও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে।

বস্তুত অসুস্থ রাজনীতির নাগপাশই কোমলমতি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন ধ্বংস করছে। জনসাধারণের অনেক আশা ছিল, গণতন্ত্র চর্চা শুরু হলে ছাত্র রাজনীতি থেকে রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণ রদ হবে এবং শিক্ষাঙ্গনগুলো সন্ত্রাসমুক্ত হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলো শিক্ষাঙ্গনগুলো তো সন্ত্রাসমুক্ত হয়ইনি, ছাত্রদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের প্রবণতা এখনও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পুরোমাত্রায় আছে। এই ক্ষমতার রাজনীতি এবং সন্ত্রাসের পথ ধরে শিক্ষাঙ্গনে যত রকম অনিয়ম হতে পারে সবই হচ্ছে। নকল তো হচ্ছেই। লেখাপড়ার চেয়ে দলাদলি আর আর্থিক ফায়দা লোটার প্রবণতা যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশি মাত্রায় থাকে তাহলে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ যে থাকবে না তা বলাই বাহুল্য।

গত সোমবার দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত আর এক রিপোর্টে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে শিক্ষার্থীরা ঝরে যাচ্ছে অর্থাৎ পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে। বিস্ময়কর হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিভাগ থেকে বছরে গড়ে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী ঝরে পড়লেও কর্তৃপক্ষের নজর নেই। ঐ রিপোর্টে যে কারণগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে ক্যাডার রাজনীতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়টিও আছে।

প্রকৃতপক্ষে অসুস্থ রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজস্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি করে। সে উত্তেজনার মধ্যে শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই নেই, সঙ্গে আছে দ্রুত অর্থ-সম্পদের মালিক হওয়ার প্রলোভনও। এই প্রলোভন দেখাচ্ছে রাজনৈতিক দলসমূহই। তবে সবাই সুযোগের সদ্ব্যবহার যেহেতু করতে পারে না সেহেতু অনেকেরই আশা ভঙ্গ হয়। তখন তারা বাধ্য হয় লেখাপড়া ছেড়ে দিতে। আবার বুঝে ওঠার আগের সময়টিতে যে অসম অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলে সেটা শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করে।

সে কারণেই রাষ্ট্রপতির বলা কথাগুলো নিয়ে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দের আবার ভাববার সময় এসেছে। সম্প্রতি দৈনিক জনকণ্ঠের সঙ্গে সাক্ষাতকারে প্রধান বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া বলেছিলেন, শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করা ও শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ইস্যুতে জাতীয় ঐকমত্য হতে পারে। অন্য আরও কিছু বিষয়ের কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। তবে এই একটি বিষয়ে তাদের ঐকমত্য হলে জাতি সকল রাজনীতিবিদের প্রতিই কৃতজ্ঞ থাকত। সাধারণ মানুষও চায় অন্যান্য বিষয়ে ঐকমত্য হওয়ার আগে এই বিষয়টিতে ঐকমত্য হোক। সমাবর্তন বক্তা প্রফেসর খান সারওয়ার মুর্শিদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী হরতালের বিরুদ্ধে যে অবস্থান নিয়েছেন সে অবস্থান যদি ক্যাম্পাসে দলীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে নেন তাহলে দেশের রাজনীতিতে একটি বিরাট গুণগত পরিবর্তন সূচিত হবে। এ রকম কিছু হওয়া অত্যাবশ্যক। না হলে শুধু যে তারুণ্যের অপচয় বেড়ে যাবে তা নয়, জাতির ভবিষ্যত ঘোর অমানিশায় ঢেকে যাবে। রাজনীতির নাগপাশে আবদ্ধ শিক্ষাঙ্গনগুলোয় কেন শিক্ষার পরিবেশ নেই, কেন শিক্ষার মান নেমে গেছে রাষ্ট্রপতি তা সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন। প্রকারান্তরে তিনি যেন রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে শিক্ষার্থীদের মুক্তি দেয়ার জন্য আকুল আবেদনই জানিয়েছেন। আমরা আশা করব বর্ষীয়ান এই প্রাজ্ঞ ব্যক্তির এবারের আহ্বানকে তাঁরা আর উপেক্ষা করবেন না, শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সম্মিলিত উদ্যোগ নেবেন।